বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

২৩ মার্চ ২০২৩

The Future of Weather, Climate and Water across Generations

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৯ চৈত্র ১৪২৯
২৩ মার্চ ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'The Future of Weather Climate and Water across Generations' যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হলেও তা দিনে দিনে চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। ফলে দেশের কৃষি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য, জীববৈচিত্রসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যমান প্রযুক্তির সাথে উন্নততর গাণিতিক মডেল, সর্বাধুনিক রাডার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিকতর সঠিক ও আগাম পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার উচ্চ তাপমাত্রা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত সেবা দ্রুততার সাথে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

আমি 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজ ২৩ মার্চ। বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। প্রথম আন্তর্জাতিক আবহাওয়া কংগ্রেস ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা গঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রতিষ্ঠালাভ করে। সারা বিশ্বে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানি বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ১৯৫১ সাল হতে প্রতিবছর ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত হয়।

জাতিসংঘের অংগ সংগঠন হিসেবে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং এর ১৯৩টি সদস্য দেশ ও অঞ্চলসমূহে বিশ্ববাসীর নিকট আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর বিশেষ মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়। প্রতিবছরই ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বিশ্বকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও গ্রহণীয় করে রাখার প্রয়াসে গৃহীত একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে দিবসের প্রতিপাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় ভবিষ্যত প্রজন্মকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ বছরের বিশ্ব আবহাওয়া দিবসের প্রতিপাদ্য 'The Future of Weather, Climate and Water across Generations' নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর একটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৮৬৭ সালে যশোর ও নারায়ণগঞ্জে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সার্ভিস এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আবহাওয়া দপ্তর নামে এবং ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নামে কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বমানের আবহাওয়া পরিষেবা প্রদানের জন্য সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথাযথ অবদান রাখাই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। আবহাওয়া ও জলবায়ু পর্যবেক্ষণ, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে কার্যকর ও ফলপ্রসূ আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে এনে টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখাই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য।

আবহাওয়া আইন ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত আইন অনুসারে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জাতীয়ভাবে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে:

- আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয় মৌলিক এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রায়োগিক গবেষণা কাজ পরিচালনাসহ আবহাওয়া সেবার মান উন্নয়ন এবং সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বায়ুমন্ডলীয়, ভূমন্ডলীয় ও জলীয় আবহাওয়া ঘটনাবলির এবং ভূমিকম্প ও ভূ-চুম্বকীয় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ গ্রহণ।
- আবহাওয়া সেবা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত আবহাওয়া রাডার, ভূমিকম্প পরিমাপক ও ভূ-চুম্বকীয় পর্যবেক্ষণাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ঝড় সতর্কীকরণ ও নিরাপদ বিমান চলাচলে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্রের দৈনন্দিন তাৎক্ষণিক তথ্য ও উপাত্ত কাজে ব্যবহারের জন্য ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে চিত্রগ্রহণ।
- উপাত্তভিত্তিক সকল আবহাওয়া মানচিত্র প্রস্তুত ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণসহ বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত উপাত্তসমূহের আহরণ, গণনা, মান নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, আর্কাইভ ও পুনরুদ্ধারসহ প্রকাশনার ব্যবস্থাগ্রহণ।
- আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন এবং তত্ত্বাবধান, কারিগরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংস্থাপন।
- আবহাওয়া যন্ত্রপাতি এবং কম্পিউটার প্রোগ্রাম তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন।
- আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে আবহাওয়া বিষয়ক পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য রেকর্ড, হালনাগাদকরণ এবং তত্ত্বাবধান।

বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস এবং সতর্কবার্তা প্রচারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে। এসডিজি অর্জনে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক Global Framework for Climate Services কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় আবহাওয়া পরিষেবার মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জ্বালানি সম্পদ, জনস্বাস্থ্য ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ নিম্নের পাঁচটি সেক্টরের উন্নয়নকে টেকসই করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- **কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষিক্ষেত্রে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এসডিজি অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতাকে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবাদি জমি হ্রাসের পাশাপাশি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবহারের মাধ্যমে বীজ-বপন থেকে শুরু করে ফসল-কর্তন এবং বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি কৃষি-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ফসল-আবহাওয়ার সম্পর্ক, ফসলের পোকা ও রোগ বালাইয়ের সাথে আবহাওয়ার সংবেদনশীলতা নির্ধারণের লক্ষ্যে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস:** অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত কারণে ঘটে থাকে। প্রতিবছরই বাংলাদেশ বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, ভূমিধ্বস, নদী-ভাঙ্গন, অনাবৃষ্টি, তাপ প্রবাহ, শৈত্য প্রবাহ, বজ্রপাত, বজ্রঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা প্রান্তিক জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়। বর্তমান সরকার অধিকতর কার্যকর ও সময়োপযোগী আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০" এর সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহন ও বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- **জ্বালানি সম্পদ:** আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের (সৌর কিরণকাল, বাতাসের গতি ও দিক, পানি প্রবাহের গতি ইত্যাদি) ওপর ভিত্তি করে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উপযোগীতা নির্ধারণ করা যায়। আবহাওয়ার এ সকল তথ্য-উপাত্ত দেশের নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিদ্যুতের চাহিদা দৈনন্দিন তাপমাত্রার উঠানামার সাথে পরিবর্তিত হয়। উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা না হলে তা সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব নয় বিধায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- **জনস্বাস্থ্য:** জনস্বাস্থ্যের ওপর আবহাওয়া ও জলবায়ুর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিরসনে সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বছরের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সৌরকিরণ এবং আর্দ্রতার তারতম্যের কারণে বিভিন্ন জীবাণুবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এডিস মশা বিস্তারের ক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগের আগাম পূর্বাভাস এবং তা রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। একইভাবে কলেরা, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিস্তার ও প্রতিরোধে বিশেষ আবহাওয়া ও জলবায়ুর পূর্বাভাস প্রবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করা সম্ভব হতে পারে। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইসিডিডিআরবি'র মধ্যে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে।
- **পানি সম্পদ:** পানি জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক হলেও অতিরিক্ত বা কম পানি প্রবাহ জীবন, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। যথাযথ পানি প্রাপ্যতার স্বার্থে জলাধার, সেচ, নদীপ্রবাহ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় আবহাওয়া ও জলবায়ু পূর্বাভাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদির অভিঘাত প্রশমনে দেশের অভ্যন্তরে এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার আন্তঃসীমান্ত পানিপ্রবাহের তথ্য-উপাত্ত আদানপ্রদানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে এ অধিদপ্তর একযোগে কাজ করছে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা:** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এসডিজি'র অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সঠিক মাত্রা নির্ণয় এবং এর যথাযথ প্রয়োগ ও তথ্য প্রদানে আবহাওয়া অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিরূপ প্রভাব নিরসনে বিভিন্ন আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে আবহাওয়া অধিদপ্তর সেক্টরভিত্তিক প্রভাব নিরূপণের মাধ্যমে পূর্বাভাস প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে একাধিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা হচ্ছে।

ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের অধিকতর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের ভূ-পদার্থ পর্যবেক্ষণিকা আধুনিকায়নসহ ঢাকা, রংপুর ও সিলেটে ৩টি ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১০টি স্থানে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সঠিক ও আগাম পূর্বাভাস প্রদানের জন্য জাপান সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কক্সবাজার, খেপুপাড়ায় আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ২টি এবং দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য মৌলভীবাজারে ১টি ডপলার রাডার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রমকে শক্তিশালী করাসহ সময়মত জমিতে বীজবপন, চারারোপন, সেচ-প্রদান, কীটনাশক প্রয়োগ ও ফসল সম্পর্কে কৃষি পরামর্শ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৭টি স্থানে কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অধিকতর সঠিক ও উন্নতমানের পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে ৫টি স্থানে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। আবহাওয়াজনিত নৌ-দূর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে দেশের ১৪টি স্থানে নৌ-পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এর ফলে নৌ-দূর্ঘটনা পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান এবং অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের আবাসন সংকট সমাধানের লক্ষ্যে সিলেট ও ফেনী পর্যবেক্ষণাগারের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণসহ আবহাওয়া সদর দপ্তর চত্বরে ১৮ ইউনিট-বিশিষ্ট ৯ তলা ১টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় আবহাওয়া অধিদপ্তরে স্থিত রাডারসহ সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। অধিকন্তু, কোরিয়ান সরকারের সহায়তায় ১৬টি চ্যানেলে স্যাটেলাইট উপাত্ত গ্রহণের জন্য রিসিভিং এন্ড এনালাইসিস সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অধিকতর সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অধিকতর নির্ভুল ও আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সেক্টর অনুযায়ী পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সংগে প্রতিটি সেক্টরের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক তৈরিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ১টি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং এছাড়াও আবহাওয়া অধিদপ্তরে স্থাপিত ৫টি রাডারের একটি কম্পোজিট পিকচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে জাপান সরকারের সহায়তায় ১টি রাডার নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান। আবহাওয়া পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। আমাদের সকল প্রচেষ্টায় আন্তরিক ও অব্যাহত সহায়তা প্রদান করার জন্য আমরা সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জয় বাংলা। ❑

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ চৈত্র ১৪২৯
২৩ মার্চ ২০২৩

বাণী

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ১৯৩টি সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশেও আজ 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০২৩' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'The Future of Weather, Climate and Water Across Generations' প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৪ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব এবং ঘূর্ণিঝড়, বজ্রঝড়, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য চরম আবহাওয়ায় আগাম সতর্কতা এবং আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য ১৯৭০ সালে সংঘটিত স্মরণকালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এই দুর্যোগের বিষয়ে আগাম কোনো সতর্কতাই দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। স্বাধীনতার পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের লক্ষ্যে কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় দুইটি রাডার স্থাপন করেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় সেই সময় ১৭২টি উঁচু মাটির কিল্লা তৈরি করেন, যা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত।

আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনকে প্রাধান্য দিয়ে ১০০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বাড়ছে। দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে '১০৯০' নম্বরে টোল ফ্রি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আমাদের সরকার কৃষি-আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পরামর্শ সেবার মান উন্নয়নে সাতটি নতুন কৃষি-আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনসহ কৃষি-আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করেছে। পাঁচটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, নয়টি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৪টি নদী বন্দরে নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনের লক্ষ্যে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্থাপন করা হয়েছে তিনটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন। দুইটি আধুনিক ডপলার রাডার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্যাটেলাইট টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত এসকল পদক্ষেপ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আজ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে রোল মডেল। বিজ্ঞানভিত্তিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর উন্নততর পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ)' চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবহাওয়া পরিসেবার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা-ই আসুক না কেন তা মোকাবিলার জন্য আমি সকলকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাই ।

আমি আশা করি, এ দিবস পালনের মাধ্যমে দেশবাসীর মাঝে আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠবে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। আমি 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সিনিয়র সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

মোঃ আজিজুর রহমান
পরিচালক
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর